দিন করিলেন যা'ব কল্য সকালেতে।
ভবানী থাকিল জয়চাঁদের বাটীতে।।
নিশি পোহাইল দোঁহে ভাব উন্মাদেতে।
চিন্তা জাগ্রদুন্মাদে ভাবনা বিচ্ছেদেতে।।
ব্রহ্ম মুহূর্ত্তের কালে চলে দুইজনে।
প্রেমে গদ গদ বারি বহিছে নয়নে।।
প্রাতেঃ রাধানগরের বাজারে উদয়।
এক হাঁড়ি মণ্ডা ক্রয় করিল তথায়।।
পূর্ব্বমুখী হয়ে চলে ঠাকুরের বাড়ী।
হাতে যষ্টি, মস্তকেতে সন্দেশের হাঁড়ি।।
'বাবা বাবা' বলে হাই ছাড়ে বার বার।
মধুমতী নদী দোঁহে হইলেন পার।।
দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ সঘনে করিয়া।
চলিলেন তারাইল গ্রাম মধ্য দিয়ে।।
খাগড়াবাড়িয়া গ্রাম দক্ষিণ অংশেতে।
এক বেটা দস্যু বসে ধান্যের ভূমিতে।।
জমি টানিয়া 'নাড়া' আলি বাঁধিতেছে।
দু'জনাকে দেখে সেই আলিতে ব'সেছে।।
সেই দস্যু জিজ্ঞাসিল কোথায় যাইস্?
মেয়েলোক সঙ্গে করি কি জন্যে আসিস্?
একমাত্র মেয়েলোক করিয়া সঙ্গেতে।
কোথায় যাইস্ তোরা কোন্ সাহসেতে?
জয়চাঁদ কহে "আমি ওড়াকান্দী যাই।
উনি মোর বড় দিদি, আমি ছোট ভাই।।
এক বাবা হরিচাঁদ বাবার উদ্দেশ্যে।
ভাই বোনে চলিয়াছি নির্ব্বিকার দেশে।।"
দস্যু বলে কি ঠাকুর পেয়েছিস্ তোরা।
মস্তকেতে হাঁড়ি তোর হাঁড়িতে কি ভরা।।
জয়চাঁদ বলে 'মোর হাঁড়িতে সন্দেশ!'
দস্যু বলে 'কেন নিস্ করে এত ক্লেশ।।
কুষ্মাণ্ড যত বেটারা উঠা'য়েছে সুর।
নমঃশূদ্র কূলে নাকি হ'য়েছে ঠাকুর।।
জমিদারে নিল যার ভিটাবাড়ী বেচে।
সফলাডাঙ্গা ছাড়িয়ে ওড়াকান্দী গেছে।।
সে ঠাকুর হ'ল কিসে জাতি নমঃশূদ্র।
সেও নমঃশূদ্র বেটা তুই নমঃশূদ্র।।
সে হ'ল ঠাকুর কিসে তার বাড়ী যা'স?
কিবা ঠাকুরালী তাঁর দেখিবারে পা'স্?
সন্দেশের হাঁড়িটারে নামা'য়ে রাখিয়ে।।
না খাওয়ায়ে তোদের সে দিবে খেদাইয়ে।।'
জয়চাঁদ বলে হাঁড়ি রাখিলেই হয়।
খেতে দিক্ নাহি দিক্ তার নাহি দায়।।
খেতে পাই, না পাই, রাখিলে হয় হাঁড়ি।
তা বলে তো খেতে যাইব না তব বাড়ী।।'
দুস্য বলে, 'আয় তবে মম বাড়ী যাই।
অতিথির ভাত সে বাড়ীতে কভু নাই।।
ওরে বেটা ভণ্ড আর না করিস্ ছল্।
সন্দেশের হাঁড়ি ল'য়ে মোর বাড়ী চল্।।
মোর বাড়ী নামাইলে না রাখিব ঘরে।
আমিও খাইব আগে খাওয়াব তোরে।।
জয়চাঁদ বলে 'আগে ওড়াকান্দী যা'ব।
সেখানে খেতে না পেলে তোর্ বাড়ী র'ব।।
দস্যু বলে 'যা চলে তোর ঠাকুরের বাড়ী।
সেবা জন্যে মিষ্টি নিস্ হাতে কেন ★নড়ি?
সন্দেশ লইতে হয় সেবার কারণ।
নড়ি নিস্ কার সঙ্গে করিবারে রণ?
এত বলি দস্যু বেটা যষ্টি কেড়ে নিল।
আইলের নিম্নভাগে পুঁতিয়া রাখিল।।
দাবাইয়া দিল নড়ি মাটির তলেতে।
জয়চাদ বলে লাঠি নিব মাটি হ'তে।।
দস্যু কহে 'ভাগ্য তোর রাখিলাম নড়ি।
সন্দেশের হাঁড়ি নিব কর যদি ★তেড়ি।।

★ *নড়ি—লাঠি।*